এগারো রাকাত ’ক্বিয়ামুল লাইল’ এর স্বপক্ষে
দলিলভিত্তিক এগারোটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

আহাদা আশারা
কাওকাবা ফী আদাদি
ক্বিয়ামিল মুজতাবা (সা.)

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

যা থাকছে -

1. রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন।
2. আম্মাজান আয়িশা (রা.) এর সাক্ষ্য রাসুলুল্লাহ (সা.) আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।
3. সহিহ বুখারীতে বর্ণিত এগারো রাকাআতের হাদীসটি তারাবীহ'রই হাদীস।
4. ফারুকে আযম ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সাহাবী উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) উভয়কে বিতর সহ এগারো রাকাআতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
5. যেসব সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরাও আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।
6. তাঁদের আট রাকাআত তারাবীহ'তে রাসুলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট ছিলেন।
7. সাহাবায়ে কেরামগণ ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর যুগেও আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।
8. তাবেয়ীদের যুগেও আট রাকাআত তারাবীহ পড়া হতো।
9. যাঁরা হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তাঁরাও আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।
10. অধিকাংশ বিদ্বান আট রাকাআতের পক্ষে ছিলেন; বরং আট রাকাআতের উপর ইজমার দাবি খোদ হানাফীদের।
11. চার মাযহাবে আট রাকাআত তারাবীহ'র প্রমাণ।

দলিল সহ বিস্তারিত ..

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন।

عن جابر بن عبد الله: صلّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ في شهرِ رمضانَ ثمانَ ركعاتٍ وأوتَر فلمّا كانتِ القابلةُ اجتمَعْنا في المسجدِ ورجَوْنا أنْ يخرُجَ إلينا فلم نزَلْ فيه حتّى أصبَحْنا ثمَّ دخَلْنا فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ اجتمَعْنا في المسجدِ ورجَوْنا أنْ تُصلِّيَ بنا فقال: (إنِّي خشيتُ - أو كرِهْتُ - أنْ يُكتَبَ عليكم الوِترُ.

"জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সা.) রমযান মাসে আমাদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ ও বিতর আদায় করলেন। যখন পরবর্তী রাত আসলো, আমরা মসজিদে জড়ো হলাম এবং অপেক্ষা করছিলাম রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে শামিল হবেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। এমনকি

ফজর ঘনিয়ে আসলো। তারপর আমরা উনার হুজরায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমরা মসজিদে জড়ো হয়েছিলাম আর আশা করছিলাম আপনি আমাদের সাথে আজ রাতেও তারাবীহ'তে শামিল হবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার ভয় হচ্ছিল বা আমি চাচ্ছিলাম না যে তারাবীহ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাক।" صحيح ابن حبان ٢٤١٥

সনদঃ

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني قال : حدثنا يعقوب القمي قال : حدثنا عيسى بن جارية

হাদীসের মানঃ সহিহ।

বিদ্বানগণের অভিমত

1. হাফেজ যাহাবী (রহ.) এই হাদীসটি তাঁর মীযানুল ইতেদাল কিতাবে উল্লেখ করার পর বলেন اسناده وسط তথা এই হাদীসের সনদ ভারসাম্যপূর্ন।

2. আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.)ও তাঁর তুহফাতুল আহওয়াজী গ্রন্থে একই কথা বলেছেন এবং বলেছেন এই হাদীসের অন্যান্য শাহেদ রয়েছে।
3. নাসির উদ্দীন আলবানী (রহ.) যাঁর হাসান বলাতে হাদীস শবে বরাতের দলিল হয়ে যায়, তিনিও এই হাদীসকে হাসান বলেছেন।
4. ইমাম যারকানী (রহ.) মুয়াত্তার ব্যাখ্যায় এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন وهذا صح অর্থাৎ হাদিসটি সহিহ প্রতিপন্ন হয়েছে।
5. ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.) এই হাদীসটিকে তাঁর উমদাতুল ক্বারীতে আট রাকাআতের দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
6. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, فإنه صح عنه أنه صلى بهم ثماني ركعات والوتر তথা রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়েছেন।
7. হাফেজ আব্দুল হাই লক্ষৌভী হানাফী (রহ.) তাঁর তালীকুল মুমাজ্জিদ কিতাবে এই হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন।

পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন মর্মে এমন একটা হাদীসও পাওয়া যায় না যেটাকে অন্তত ১২৮৪ হিজরীর আগ পর্যন্ত কোন একজন মুহাদ্দিছ সহিহ বা হাসান বলেছেন।

এতদস্বত্ত্বেও আপত্তি করা হয় হাদীসটি ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর কারণে দ্বয়ীফ। আমাদের দাবি হলো ঈসা বিন জারিয়া মাদানী (রহ.) একজন বিখ্যাত তাবেয়ী এবং হাসানুল হাদীস রাবী।

1. ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর ব্যাপারে ইমাম আবু যুরআ রাজী (রহ.) বলেন, لا بأس به তথা তাঁর মধ্যে কোন সমস্যা নেই।
2. ইমাম নুরুদ্দিন হায়ছামী (রহ.) বলেন, وثقه أبو زرعة তথা আবু যুরআ (রহ.) তাঁকে ছিকাহ বলেছেন।
3. এছাড়াও ইমাম নুরুদ্দিন হায়ছামী (রহ.) তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর হাদীস উল্লেখ করে সহিহ'র হুকুম লাগিয়েছেন। যেমন তিনি ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) সূত্রে কুকুর হত্যা সংক্রান্ত একটি হাদীস (৬০৯৭ নং) উল্লেখ করে বলেন, قلت: هو صحيح... ، رواه احمد، وابو يعلى، والطبرانى فى الاوسط، ورجاله ثقات

4. ইমাম আবু ইয়ালা খুলাইলী (রহ.) বলেন, عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ وَرَوَى عَنْهُ الْعُلَمَاءُ مَحِلُّهُ الصِّدْقُ ...تَابِعِيٌّ তথা ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) তাবেয়ী।.. তাঁর থেকে ওলামায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যবাদী।

5. হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বলানী (রহ.) আলোচ্য হাদীসটি তাঁর ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনরূপ জারাহ (বিরূপ মন্তব্য) করেন নি। উসূল হলো ইবনে হাজার আসক্বলানী (রহ.) তাঁর ফতহুল বারীতে কোন হাদীস উল্লেখ করার পর কোন জারাহ না করলে সেটা সহিহ অথবা হাসানের মর্যাদা লাভ করে। হানাফী মাযহাবের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উসূল গ্রন্থ কাওয়ায়িদুন ফী উলুমিল হাদীস এর ১ম খন্ডের ৮৯ পৃষ্ঠাতেও সুস্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে, ما ذكره الحافظ من الاحاديث الزائدة في فتح الباري وسكت عنه فهو صحيح او حسن عنده كما صرح به في مقدمته

পক্ষান্তরে একই আলোচনায় বিশ রাকাআতের হাদীসটি উল্লেখ করত: তিনি বলেন, فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها

"এর সনদ দ্বয়ীফ। সেই সাথে আম্মাজান আয়িশা (রা.) থেকে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসেরও বিপরীত। অথচ আম্মাজান আয়িশা (রা.) অন্য যে কারোর তুলনায় নবী (সা.) এর রাতের অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবগত ছিলেন।"

6. এছাড়াও মুহাম্মদ ইউসুফ বান্নৌরী দেওবন্দী (রহ.) তাঁর মাআরিফুস সুনান কিতাবের ৩৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ان شرطه فى التلخيص والفتح من السكوت على حديث دليل على قوة الحديث। তথা তালখীসুল হাবীর ও ফাতহুর বারী গ্রন্থে কোন হাদীস উল্লেখ করার পর মুসান্নিফ কর্তৃক কোন জারাহ না করা (দেওবন্দীদের নিকটেও) হাদীস শক্তিশালী হবার দলিল।
7. হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বলানী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ الإصابة। তে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর সূত্রে একটি হাদীস (৩৯১৩ নং) উল্লেখ করে বলেন, رجاله ثقات।
8. ঈসা বিন জারিয়া মাদানী (রহ.) কে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর "ছিকাত" এ উল্লেখ করেছেন। আহনাফদের নিকট উসূল হলো কোন রাবী ইবনে হিব্বান (রহ.) এর "ছিকাত" এ জায়গা পেলে সেই রাবী কম হলেও হাসানুল হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। যেমন হানাফী মাযহাবেরই

নির্ভরযোগ্য উসূল গ্রন্থ যুফর আহমদ উসমানী থানভী (রহ.) কৃত ইলাউস সুনান ও কাওয়ায়েদুন ফি উলুমীল হাদীস কিতাবদ্বয়ের একাধিক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে, وذكره ابن حبان في الثقات كذا في لسان الميزان- فالحديث حسن

"উক্ত রাবীকে ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর " ছিকাত" এ উল্লেখ করেছেন। যেমনটা লিসানুল মিযান গ্রন্থে রয়েছে। অতএব হাদীসটি হাসান।"

9. এছাড়াও ইলাউস সুনান কিতাবের ১ম খন্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

قلت: عدم تكلم ابن حبان فيه وذكره في الثقات يدل علي انه ثقة عنده – والاختلاف لا يضر

"আমি বলছি, কোন রাবীর ব্যাপারে ইবনে হিব্বান (রহ.) এর সমালোচনা না করা আর উক্ত রাবীকে তাঁর "ছিকাত" এ উল্লেখ করা একথার দলিল যে সেই রাবী ইবনে হিব্বান (রহ.) এর নিকট ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)। রাবীর মুখতালাফ ফীহ হওয়া এতে কোন প্রভাব ফেলবে না।"

10. আহনাফদের আরেকটি স্বীকৃত উসূল হলো কোন রাবী মুখতালাফ ফীহ হলে তথা জারাহ ও তাদীল উভয়টি থাকলে

সেক্ষেত্রে রাবী হাসানুল হাদীস এবং তাঁর হাদীস হাসান পর্যায়ের হয়। যেমন ইলাউস সুনান গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ان الراوي اذا كان مختلفا فيه فهو حسن الحديث وحديثه حسن

11. ইমাম ইবনে খুযাইমাহ (রহ.) ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর হাদীসকে স্ব স্ব সহিহ'তে স্থান দেওয়া একথার দলিল যে উভয়ের নিকট তাঁদের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর হাদীস সহিহ বা হাসান পর্যায়ের।

12. আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী নিমভী হানাফী (রহ.) তাঁর আসারুস সুনান কিতাবে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর একটি হাদীস (৯৬০ নং) উল্লেখ করে বলেন, اسناده صحيح। এছাড়াও উক্ত কিতাবের আট রাকাআত তারাবীহ অধ্যায়ে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর সূত্রে আট রাকাআত তারাবীহ'র আরেকটি হাদীস (৭৭৪ নং) উল্লেখ করে বলেন, وقال الهيثمى: اسناده حسن।

13. ইমাম মুনযিরী (রহ.) তাঁর الترغيب والترهيب। কিতাবে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর একটি হাদীস (১০৮১ নং) উল্লেখ করে বলেন, رواه أبو يعلى بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه অর্থাৎ

ইমাম আবু ইয়ালা (রহ.) হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর সহিহ'তে উল্লেখ করেছেন।

14. ইমাম বুছিরী (রহ.) তাঁর মিছবাহুজ জুযাযাহ কিতাবে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর একটি হাদীস (১৫২৩ নং) উল্লেখ করে বলেন, هَذَا إِسْنَاد حسن يَعْقُوب مُخْتَلف فِيهِ وَالْبَاقِي ثِقَات অর্থাৎ এটির সনদ হাসান। সনদে ইয়াকুব মুখতালাফ ফীহ আর বাকীরা ছিকাহ।

15. এছাড়াও ইমাম বুছিরী (রহ.) তাঁর إتحاف الخيرة المهرة গ্রন্থে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর একটি হাদীস (১৫৩৪ নং) উল্লেখ করে বলেন, رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ তথা ইমাম আবু ইয়ালা মাওছিলী (রহ.) হাদীসটিকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর সহিহ'তে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) থেকে হাদীস নকল করেছেন।

16. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহ.) তাঁর তুহফাতুল মুহতায কিতাবে ঈসা বিন জারিয়া (রহ.) এর হাদীস (৫০০ নং) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমালোচনা করেন নি। কাজেই উক্ত কিতাবের মুকাদ্দিমায় উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী ঈসা বিন

জারিয়া (রহ.) এর হাদীস ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহ.) এর নিকট সহিহ কিংবা হাসান। কেননা উনার শর্ত হলো উক্ত কিতাবে তিনি দ্বয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র সহিহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীস এনেছেন। যেমন তিনি বলেন, شرطى ان لا اذكر فيه الا حديثا صحيحا او حسنا دون الضعيف ।

অতএব, আলোচ্য হাদীসটি সহিহ এবং পৃথিবীতে এর চাইতে বিশুদ্ধ বিশ রাকাআতের একটি হাদীসও রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত নেই।

আম্মাজান আয়িশা (রা.) এর সাক্ষ্যঃ

عن عائشة أم المؤمنين: أنّهُ سَأَلَ عائِشَةَ، كيفَ كانَتْ صَلاةُ رَسولِ اللهِ ﷺ في رَمَضانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ في رَمَضانَ ولا في غيرِهِ على إحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. قالَتْ عائِشَةُ: فَقُلتُ يا رَسولَ اللهِ: أتَنامُ قَبْلَ أنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عائِشَةُ إنّ عَيْنَيَّ تَنامانِ ولا يَنامُ قَلْبِي..

"উম্মুল মু'মিনীন আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, (আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান) আম্মাজান আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তারাবীহ'র সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমযানে হোক বা রমযানের বাইরে কখনো এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। তিনি (প্রথম তারবীহাতে) চার রাকাআত পড়তেন। সেটার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করো না! অতঃপর (দ্বিতীয় তারবীহাতে) চার রাকাআত পড়তেন। সেটারও সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করো না! তারপর তিন রাকাআত (বিতর) পড়তেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমাবেন? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন হে আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।" صحيح البخاري ١١٤٧

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় দারুল উলুম দেওবন্দের এক সময়ের শায়খুল হাদীস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) লিখেন,

قوله : (ما كان يزيد في رمضان إلخ) هذه الرواية رواية الصحيحين ، وفي الصحاح صلاة تراويحه عليه الصلاة والسلام ثماني ركعات ، وفي السنن الكبرى وغيره بسند ضعيف من جانب أبي شيبة فإنه ضعيف اتفاقاً عشرون

ركعة ، وأما عشرون ركعة الآن إنما هو سنة الخلفاء الراشدين ، ويكون مرفوعاً حكماً وإن لم نجد إسناده قوياً

"এই বর্ণনাটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনা। (বুখারী মুসলিমের বাইরে) অন্যান্য সহিহ হাদীসের কিতাবগুলোতেও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তারাবীহ'র সালাত আট রাকাআত হওয়ার কথা রয়েছে। আর সুনানুল কুবরা (বায়হাক্বী) ও অন্যান্য কিতাবে যয়ীফ সনদে আবু শায়বাহ'র সূত্রে যিনি সর্বসম্মতিক্রমে যয়ীফ বিশ রাকাআতের কথা পাওয়া যায়। কাজেই এখন যেটা বিশ রাকাআত পড়া হয় সেটা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। আর সেটা হুকমান মারফূ হবে। যদিও আমরা সেটার কোন শক্তিশালী সনদ পাইনি।" العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ١/٤٩٢

সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আম্মাজান আয়িশা (রা.) এর হাদীসটি তারাবীহ'রই হাদীস।

দাবি করা হয় উপরোক্ত হাদীসটি তারাবীহ'র হাদীস নয়, তাহাজ্জুদের হাদীস। অথচ ইসলামের ইতিহাসে বিগত একশ বছর আগেও কোন মুহাদ্দিস এটাকে তাহাজ্জুদের হাদীস বলে উড়িয়ে দেন নি; বরং প্রায় সমস্ত মুহাদ্দিস তারাবীহ'র আলোচনা যেখানে করেছেন সেখানেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনকি হানাফী

মাযহাবের অন্যতম প্রধান ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে এই হাদীসটিকে তারাবীহ'র অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ আলোচ্য হাদিসটিকে কিয়ামে রমযান তথা সালাতুত তারাবীহ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।..

1. ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসটিকে সহিহ বুখারীর صلاة التراويح অধ্যায়ে উল্লেখ করার পর ঐ অধ্যায়েই فضل من قام رمضان তথা 'তারাবীহ'র সালাত আদায়কারীর ফযিলত' নামে উপ-অধ্যায় রচনা করেছেন।
2. ইমাম শামসুদ্দীন কিরমানী (রহ.) সহিহ বুখারীর ব্যাখ্যায় এই অধ্যায় সম্পর্কে ওয়াযাহাত করতে যেয়ে বলেন- اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة التراويح "মুহাদ্দিসগণ একমত যে কিয়ামে রমযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাতুত তারাবীহ।" الكواكب الدررى ١٥٢/٩
3. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ.) ইমাম নববী (রহ.) এর বরাতে বলেন- المراد بقيام رمضان صلاة التراويح "এই অধ্যায়ে কিয়ামে রমযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাতুত তারাবীহ।" عمدة القارى ١٥٠/١٧

4. ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) এই হাদিসটিকে باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان অর্থাৎ রমযানে তারাবীহ'র রাকাআত সংখ্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।
5. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা মুহাম্মদে এই হাদীসটিকে باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। [আমার জানা মতে আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত এগারো রাকাআতের হাদীসটিকে সর্বপ্রথম ইমাম মুহাম্মদই (রহ.) তারাবীহ'র অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।]
6. আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহ.) উক্ত মুয়াত্তা মুহাম্মদে রচিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেন- قيام شهر رمضان ويسمي التراويح "রমযান মাসের কিয়ামুল লাইলের নাম তারাবীহ রাখা হয়েছে।" التعليق الممجد ١/٣٥١
7. ইমাম ইবনে নুযাইম হানাফী (রহ.) তাঁর আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে তারাবীহ'র অধ্যায়ে এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। البحر الرائق ٢/٧٢

এ রকম আরো অসংখ্য প্রমাণ হানাফীদের ঘর থেকেই পেশ করা সম্ভব। সুতরাং এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে বর্তমান হানাফীরা সহিহ

বুখারীর যে হাদীসটিকে তারাবীহ'র হাদীস মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন, সেই হাদীসটিকেই মুহাদ্দিছগণ তারাবীহ'র হাদিস বলে জানতেন। প্রশ্ন হতে পারে, মুহাদ্দিছগণ তো এই হাদীসটিকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। তার সহজ জবাব হলো, যেহেতু মুহাদ্দিছগণের নিকট এই হাদিস তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটোরই, সেহেতু হাদিসটি দুটো অধ্যায়েই উল্লেখ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে "আল ফাহমুস সহিহ আনিত তাহাজ্জুদ ওয়াত তারাবীহ" বইটি পড়ুন)

এছাড়াও আলোচ্য হাদীসটি তারাবীহ'র হাদীস হওয়ার এটাও প্রমাণ যে, হাদীসটিকে মুহাদ্দিছগণ বিশ রাকাআত তারাবীহ'র হাদীসের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হলো, তারাবীহ'র হাদীস না হলে সেটা তারাবীহ'র হাদীসের মোকাবেলায় কেন আসবে? একটি ৫০০ টাকার জাল নোট শনাক্ত করার জন্য কি দুই কেজি আলু-পটল দেখতে হবে নাকি ঐ ৫০০ টাকারই আরেকটি আসল নোট দেখতে হবে?

যে সমস্ত মুহাদ্দিছগণ আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত এগারো রাকাআতের হাদিসকে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত বিশ রাকাআতের হাদিসের বিপরীতে উল্লেখ করেছেনঃ

1. হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ.) فتح الباری ٤/٢٥٤
2. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) الحاوی للفتاوی ١/٤١٤
3. ইমাম বুচিরী (রহ.) اتحاف الخیرة ٢/٣٨٤
4. ইমাম যাইলাঈ হানাফী (রহ.) نصب الراية ٢/١٥٣
5. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ.) عمدة القاری ١١/١٨٢
6. ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ.) فتح القدير ١/٤٦٧
7. আল্লামা সিন্দী হানাফী (রহ.) شرح الترمذی ١/٤٢٣

অতএব, আকাবিরে আহনাফদের নিকটেও আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি তারাবীহ'রই হাদীস প্রমাণিত।

এবার দেখুন আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ। নিচের হাদীসটি কয়েকবার পড়ুন। বারবার পড়ুন। তারপর চিন্তা করুন, প্রশ্নকারী আবু সালামাহ আম্মাজান আয়িশা (রা.) কে কোন সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর আম্মাজান আয়িশা (রা.) কোন সালাতের কথা বলেছিলেন।

عن أبي سلمة : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من رمضان إلى المسجد بعد العشاء فصلى فرآه ناس فصلوا بصلاته فلما كانت الثانية خرج أيضا فرآه الناس فثابوا وكبروا وصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثالثة ملئ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم

فجعلوا كأنهم يؤذنونه ليخرج إليهم فقال : يا عائشة ما بال الناس ؟ فقلت : يارسول الله صلوا معك هاتين الليلتين قأحبوا أن تخرج إليهم ثم خرج إليهم فقال : أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل مازلتم حتى خشيت أن تكتب عليكم

قالت عائشة : فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إحدى عشرة قائما وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع ثم يوتر بواحدة

قال أبو سلمة : فقلت : كيف كانت صلاته في شهر رمضان ؟قالت : ما كان يزيد في شهر رمضان على هذا

"আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমযানের এক রাতে এশার পর মসজিদে আসলেন এবং (তারাবীহ'র) সালাত আদায় করতে লাগলেন। লোকেরা তাঁকে দেখে ফেললো। অতঃপর তারাও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তারাবীহ'র সালাত আদায় করলো। দ্বিতীয় আরেক রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) আবারো (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হলেন। লোকেরা এবারো দেখে ফেললো। অতঃপর কাতারবদ্ধ হয়ে জামাআতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তারাবীহ পড়লো। তৃতীয় আরেক রাতে মসজিদ ভরপুর হয়ে গেল। কিন্তু

রাসুলুল্লাহ (সা.) হুজরা থেকে বের হননি। তারপর লোকেরা হৈচৈ শুরু করে দিলো যেন তারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে ডাকছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন হে আয়িশা! লোকেদের কী হয়েছে? (আয়িশা (রা.) বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! তারা গত দুই রাতে আপনার সাথে (তারাবীহ'র) সালাত আদায় করেছে। সেজন্য তারা চাচ্ছে আপনি আজকেও তাদের সাথে শামিল হোন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) হুজরা থেকে বের হলেন এবং বলেলেন, হে লোক সকল! তোমাদেরকে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমল করতে বলা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে কিছু দিতে কার্পন্য করেন না; বরং তোমরাই আমলে কার্পন্য করো। যদিও আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হলো যা কম হলেও নিয়মিত করা হয়। তাছাড়া আমার ভয় হচ্ছিল যেন তোমাদের উপর এটা ফরজ না হয়ে যায়।

আম্মাজান আয়িশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এই সালাত দাঁড়িয়ে এগারো রাকাআত পড়তেন। যার মধ্যে দুই রাকাআত বসে পড়তেন এবং রুকূতে যাওয়ার আগে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর ক্বিরাত পড়তেন। তারপর রুকূতে যেতেন। তারপর এক রাকাআত বিতর পড়তেন।

আবু সালামাহ বলেন, আমি আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তারাবীহ'র সালাত কিরূপ ছিল? আম্মাজান আয়িশা (রা.) জবাবে বললেন, তিনি (সা.) রমযান মাসে এরচেয়ে বাড়াতেন না।" مسند ابی یعلی ٤٧٨٨

সনদঃ

حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة : عن عائشة

হাদীসের মানঃ হাসান।

সনদে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস (রহ.) ব্যতীত সকলেই বুখারী মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস (রহ.) হলেন ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.), উনাদের মত জগৎসেরা মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.) উভয়ে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। রিজালশাস্ত্রে তাঁর অবস্থা হলো তিনি মুখতালাফ ফীহ। আর মুখতালাফ ফীহ রাবী হাসানুল হাদীস। আসুন, তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে মুহাদ্দিসগণের কিছু অভিমত এক নজর দেখে নেয়া যাক।

1. ইবনে আদি আল জুরযানী (রহ.) বলেন, صدوق لا بأس به في رواياته তথা তিনি সত্যবাদী। তাঁর রেওয়ায়াতে কোন সমস্যা নেই।
2. আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস মিসরী (রহ.), আবু ইয়ালা খুলাইলী (রহ.), ইয়াকুব বিন শায়বাহ আস সাদুসী (রহ.) প্রত্যকেই তাঁকে ثقة (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন।
3. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, صالح لا بأس به তথা তিনি ধর্মভীরু। তাঁর মধ্যে কোন সমস্যা নেই।
4. আহমাদ বিন সালেহ আল জিলী (রহ.) বলেন, لا بأس به তথা তাঁর মধ্যে কোন সমস্যা নেই।
5. আহমাদ বিন ইউনুস যবী (রহ.) বলেন, لعرفت أنه ثقة তথা আমি তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেই জানি।
6. আব্দুর রহমান বিন মাহদী (রহ.) বলেন, يحدث عنه তথা তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে।
7. উসমান বিন সাঈদ (রহ.) বলেন, قلت ليحيي بن معين عبد الله.. العمري ما حاله قال صالح ثقة অর্থাৎ আমি ইয়াহিয়া ইবনে মায়িন (রহ.)কে জিজ্ঞেস করেছি আব্দুল্লাহ (ইবনে ওমর ইবনে হাফস) ওমরী (রহ.) এর অবস্থা কী? ইয়াহিয়া ইবনে মায়িন (রহ.) বলেন তিনি ধর্মভীরু, নির্ভরযোগ্য।

8. ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.) তাঁর نخب الافكار গ্রন্থে ৮ম খন্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস (রহ.)কে ثقة (নির্ভরযোগ্য) এবং তাঁর হাদীসকে সহিহ বলেছেন। এছাড়াও ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৯৪ পৃষ্ঠায় তাঁর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে সনদ হাসান বলেছেন।
9. ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) তাঁর الخلافيات কিতাবের ১ম খন্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস (রহ.) এর একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, هَذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ ।
10. এছাড়াও মাস্টার আমীন উকাড়ভী দেওবন্দী তার আনোয়ারাতে ছফদর কিতাবে সুস্পষ্ট লিখেন, امام اعظم كے سارے شيوخ ثقه ہيں ।

অতএব, সহিহ বুখারীতে বর্ণিত এগারো রাকাআতের হাদীসটি তারাবীহ'রই হাদীস প্রমাণিত হলো।

ফারুকে আযম ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সাহাবী উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) উভয়কে লোকেদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

عن السائب بن يزيد: أمرَ عمرُ بنُ الخطّابِ أبيَّ بنَ كعبٍ وتميمًا الدّاريَّ أن يقوما للنّاسِ بإحدى عشرةَ ركعة وكان القارئُ يقرأُ بالمِئِينَ حتّى كنّا نعتمِدُ على العِصيّ من طولِ القيامِ وما كنّا ننصرِفُ إلّا في فروعِ الفجرِ.

"সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) হতে বর্ণিত, ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সাহাবী উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) উভয়কে লোকেদের নিয়ে (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ক্বারী একশ রাকাআত বিশিষ্ট সুরা পাঠ করতেন। এমনকি দীর্ঘ কিয়ামের কারণে আমরা লাঠিতে ঠেক লাগাতাম। আর আমরা ফজর ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত ঘরে ফিরতাম না।" موطا امام مالك ٣٧٩

সনদঃ

مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

হাদীসের মানঃ সহিহ।

সনদে ইমাম মালেক (রহ.) সুপ্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্টয়ের একজন এবং মাদানী। মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) বুখারী মুসলিমের যবরদস্ত রাবী এবং তিনিও মাদানী। আর সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) একজন বিখ্যাত সাহাবী, যিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে

হজ্জে অংশ নিয়েছেন। এছাড়াও সনদের তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট হলো..

1. সাহাবী থেকে সাহাবীর বর্ণনা।
2. সংকলনকারী ও সাহাবীর মাঝে মাত্র একজন রাবীর ব্যবধান, যেটাকে হাদীসশাস্ত্রে সিলসিলাতুয যাহব বলা হয়।
3. সমস্ত বর্ণনাকারী মাদানী।

অতএব হাদীসটি অত্যন্ত উঁচুমানের সহিহ।

আপত্তি করা হয়, মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) এর হাদীসে নাকি ইযতিরাব রয়েছে। অথচ মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) থেকে তাঁর আরো ছয়জন ছাত্র ইমাম মালেক (রহ.) এর অনুরূপ বিতর সহ এগারো রাকাআতের মুতাবাআত বর্ণনা করেছেন।

মুতাবাআত-১। ইসমাঈল বিন উমাইয়্যাহ বিন আমর বিন সাঈদ (রহ.)

اسماعيل بن امية ان محمد بن يوسف ابن اخت السائب بن يزيد اخبره ان السائب بن يزيد اخبره قال جمع عمر بن الخطاب الناس علي ابي بن كعب و تميم الداري فكانا يقومان بمائة في ركعة فما ننصرف حتي نرا او نشك في فروع الفجر قال فكنا نقوم باحد عشر

"ইসমাঈল বিন উমাইয়্যাহ (রহ.) কে হাদীস বলেছেন সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) এর ভাগ্নে মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.), তাঁকে হাদীস বলেছেন সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.), তিনি বলেন, ওমর বিন খাত্তাব (রা.) উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) এর ইমামতিতে লোকেদেরকে জামাআতবদ্ধ করে দিলেন। তারপর থেকে তাঁরা উভয়ে প্রতি রাকাআতে একশ আয়াত বিশিষ্ট ক্বেরাত সহকারে তারাবীহ আদায় করতেন। আমরা যতক্ষণ না দেখতাম অথবা আশংকা করতাম যে ফজর ঘনিয়ে এসছে ততক্ষণ বাড়ি ফিরতাম না। তিনি বলেন, আমরা (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তাম।" فوائد ابي بكر النيسابوري، ص ١٣٥

সনদঃ

حدثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج حدثني اسماعيل بن امية

হাদীসের মানঃ এখানে ইউসূফ ইবনে সা’আদ ব্যতীত প্রত্যেকেই বুখারী মুসলিমের রাবী। ইউসূফ ইবনে সা’আদ তিনিও ছিকাহ। আর ইবনে জুরায়েজ মুদাল্লিস, তবে এখানে তার তাহদীস সুস্পষ্ট। **সুতরাং সনদ সহিহ।**

মুতাবাআত-২। উসামা বিন যায়িদ আল লাইসী (রহ.)

اسامة بن زيد عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال جمع عمر بن الخطاب الناس في قيام رمضان علي ابي بن كعب و تميم الداري كانا يقومان احد عشرة ركعة

"উসামা বিন যায়িদ (রহ.) মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) হতে, তিনি সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লোকেদেরকে তারাবীহ'র সালাতের জন্য উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) এর ইমামতিতে জামাআতবদ্ধ করে দিলেন। তারপর থেকে তাঁরা উভয়ে (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ আদায় করতেন।" فوائد ابي بكر النيسابوري، ص١٣٥

সনদঃ

حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني اسامة بن زيد

হাদীসের মানঃ প্রত্যেক রাবী ছিকাহ। কাজেই সনদ সহিহ।

মুতাবাআত-৩। ইসমাঈল বিন জাফর বিন আবি কাছির আল আনসারী (রহ.)

ثنا اسماعيل حدثنا محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب باحدي عشرة ركعة يقرءون في الركعة بالمائتين حتي انهم ليعتمدون بالعصي

"ইসমাঈল বিন জা'ফর (রহ.) মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) হতে, তিনি সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর জমানায় (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ আদায় করতেন। তাঁরা প্রতি রাকাআতে দুইশ আয়াত করে পড়তেন। এমনকি তাঁরা (দীর্ঘ কিয়ামের কারণে) লাঠিতে ঠেক দিতেন।" احاديث اسماعيل بن جعفر ٤٤

সনদঃ

ثنا اسماعيل حدثنا محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي

হাদীসের মানঃ বুখারী মুসলিমের শর্তে সহিহ।

মুতাবাআত-৪। আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন উবায়দ (রহ.)

حدثنا عبد العزيز ابن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول : كنا نقوم في زمان عمر ابن الخطاب بإحدى عشرة ركعة نقرأ فيها بالمئين ونعتمد على العصي من طول القيام وننقلب عند بزوغ الفجر

"আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ (রহ.) হাদীস শুনেছেন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) হতে, তিনি সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) হতে, সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন, আমরা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর জমানায় (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তাম। আমরা তাতে একশ আয়াত করে পড়তাম। এমনকি দীর্ঘ কিয়ামের কারণে আমরা লাঠিতে ঠেক দিতাম। তারপর ফজর ঘনিয়ে আসলে বাড়ি ফিরতাম।" الحاوي للفتاوي، ١/٣٣٧، المصابيح للسيوطي، ص٣٨

সনদঃ

حدثنا عبد العزيز ابن محمد حدثني محمد بن يوسف

হাদীসের মানঃ সহিহ। আল্লামা সুবকী (র.) এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেন, وفي مصنف سعيد بن منصور بسند في غاية الصحة অর্থাৎ মুসান্নাফে সাঈদ ইবনে মানছুরে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

মুতাবাআত-৫। মুহাম্মদ বিন ইসহাক সাহিবুল মাগাযী (রহ.)

محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) হাদীস শুনেছেন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) হতে, তিনি তাঁর মামা সাঈদ ইবনে ইয়াজিদ (রা.) হতে, সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন, আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) ওমর (রা.) এর যুগে রমযানে (পাঁচ রাকাআত বিতর অথবা ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত সহ) তেরো রাকাআত আদায় করতাম।" فتح الباری ٤/٢٥٤

সনদঃ

محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد

হাদীসের মানঃ সহিহ। রাবী মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) বলেন,

وهذا أثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

"আমি এ বিষয়ে যত হাদীস শুনেছি তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রমাণিত। আর এটা নবী (সা.) এর কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে আয়িশা (রা.) এর হাদীসেরও অনুকূলে।"

মুতাবাআত-৬। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (রহ.)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَقْرَآنِ بِالْمِئِينَ ، يَعْنِي فِي رَمَضَانَ

"ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (রহ.) মুহাম্মদ বিন ইউসূফ (রহ.) হতে, তাঁকে হাদীস বলেছেন সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.), তিনি বলেন, ওমর বিন খাত্তাব (রা.) উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) এর ইমামতিতে লোকেদেরকে জামাআতবদ্ধ করে দিলেন। তারপর থেকে তাঁরা উভয়ে (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ আদায় করতেন। তাতে তাঁরা একশ আয়াত বিশিষ্ট ক্বিরাত পড়তেন। অর্থাৎ রমযানে।" (مصنف ابن ابي شيبة، ٧٧٥٣

সনদঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ

হাদীসের মানঃ সহিহ।

ফারুকে আযম (রা.) এর নির্দেশ সম্বলিত আট রাকাআত বিশিষ্ট হাদীসের মুল বর্ণনাকারী সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.)

সহ সাহাবায়ে কেরামগণ ওমর (রা.) এর যুগেও বিতর সহ এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।

السائب بن يزيد يقول: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإحدى عشرة ركعة

"সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন, আমরা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর যুগে (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তাম।" تحفة الاحوذى ٥/٤٩١

সনদঃ

رواه سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد

সনদের মানঃ সহিহ।

ইমাম সুবকী (রহ.) এই বর্ণনার সনদ সম্পর্কে বলেন, وفي مصنف سعيد بن منصور بسند في غاية الصحة অর্থাৎ মুসান্নাফে সাঈদ ইবনে মানছুরে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) যাদেরকে ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লোকেদের নিয়ে তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরাও আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।

أن عمر جمع الناس على أبي وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن بالمئين يعني في رمضان

"ওমর ফারুক (রা.) লোকেদের উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামিম দারী (রা.) এর ইমামতিতে একত্রিত করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁরা উভয়ে রমযানে একশ' আয়াত বিশিষ্ট সুরা সহকারে এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।" مصنف ابن ابى شيبة ٧٧٥٣

সনদঃ

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال ثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال ثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف أن السائب أخبره

সনদের মানঃ সহিহ।

উবাই বিন কা'ব (রা.) পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ পড়তেন এবং তাতে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সন্তুষ্টি ও তাকরিরী সমর্থন ছিল।

جابر بن عبد الله قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كان مني الليلة شئ يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن ثمان ركعات ثم أوترت قال فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا

"জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, উবাই বিন কা'ব রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! যদি আজ রাতে আমার ঘরে এমন কোন ব্যাপার ঘটে যায়.. অর্থাৎ রমযানে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উবাই! কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন, আমার পরিবারের মহিলারা বললো আমরা ভাল কুরআন পড়তে পারি না। তাই আমরা আপনার সাথে তারাবীহ পড়বো। উবাই বিন কা'ব (রা.) বললেন, আমি তাদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়েছি। তিনি আরো বলেন, এটা শুনার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকটা খুশি হয়ে গেলেন এবং তিনি আর কিছু বলেন নি।" مسند ابی یعلی ١٨٠١

সনদঃ

حدثنا عبد الاعلى حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبد الله

হাদীসের মানঃ হাসান।

এই হাদীসটিকে ইমাম নুরুদ্দীন হায়ছামী (রহ.) তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে (২৩৮৭ নং) হাসান বলেছেন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁর সহিহতে (২৫৪৯ নং) উল্লেখ করে সহিহ প্রতিপন্ন করেছেন। বিস্তারিত তাহকীক উপরে দেখুন।

তাবেয়ীদের যুগেও সালাফদের একদল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সালাতের সাথে মিল রেখে বিতর সহ এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তাঁর ما ثبت بالسنة কিতাবের ২২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

كان بعض السلف فى عهد عمر بن عبد العزيز يصلون باحدى عشرة ركعة قصد للتشبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم

"সালাফদের একদল তাবেয়ী ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এর যুগে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সালাতের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে (বিতরসহ) এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়তেন।"

অধিকাংশ বিদ্বান তারাবীহ আট রাকাআতের পক্ষে ছিলেন; বরং আট রাকাআতের উপর ইজমা হবার দাবি খোদ হানাফীদেরও।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান আট রাকাআতের পক্ষে ছিলেন। যেমন,

وقال كثير من أهل العلم: إحدى عشرة ركعة، أخذًا بحديث عائشة

"অধিকাংশ আহলে ইলম বলেন, তারাবীহ এগারো রাকাআত (বিতর সহ)। উনারা আয়িশা (রা.) এর হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/٣٩٠

এমনকি দেওবন্দীদের শায়খুল আকায়েদ (যিনি সর্বপ্রথম দেওবন্দীদের জন্য "আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ" নামে স্বতন্ত্র আক্বিদার কিতাব লিখেন এবং গোটা আলে দেওবন্দ সেটাকে নিজেদের আক্বিদার প্রামান্য কিতাব হিসেবে কবুল করেছেন) মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী তারাবীহ আট রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন,

سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا آٹھ رکعت تو باتفاق ہے۔ اگر اختلاف ہے تو بارہ میں ہے..

"তারাবীহ আট রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়া এটা তো সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত। যদি মতানৈক্য থাকে তাহলে সেটা বারো রাকাআতে।" براهين قاطعه ص١٩٥

আট রাকাআত তারাবীহ চার মাযহাবেও।

মালেকী মাযহাব

1. মালেকী মুহাক্কিক ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন,

والصحيح ان يصلي احدي عشرة ركعة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم وقيامه- فاما غير ذالك من الاعداد فلا اصل له

"এগারো রাকাআত পড়াটাই হলো বিশুদ্ধ, যা নবী (সা.) এর তারাবীহ'র সালাত। এর বাইরে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর ভিত্তি নেই।" عارضة الاحوذى ٤/١٩

2. শাফেয়ী মুহাক্কিক ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) এর সাক্ষ্য,

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح:

قال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى

الله عليه وسلم، قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال نعم وثلاث عشرة قريب، قال ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير

"হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর 'আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ' কিতাবে উল্লেখ করেন, আমাদের বন্ধু ইমাম জুরী মালেকী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) হতে বর্ণনা করেন.. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আমার কাছে পছন্দসই সংখ্যা হলো যেটার উপর ওমর (রা.) লোকেদের জামাআতবদ্ধ করেছিলেন। সেটা হলো এগারো রাকাআত এবং সেটাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সালাত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এগারো রাকাআত কি বিতর সহ? তিনি বললেন হ্যাঁ। আর (বিতর পাঁচ রাকাআত হলে) প্রায় তের রাকাআত। তিনি আরো বলেন, আমি জানি না এর অতিরিক্ত রাকাআতগুলো কোথা থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে!" تحفة الاحوذى ٥/٤٨٣

3. হানাফী মুহাক্কিক ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এর ওয়ান সিক্সটি ফোর,

وقيل إحدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره أبو بكر العربي

"আর এগারো রাকাআত হলো যা ইমাম মালেক (রহ.) নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং সেটা আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী (রহ.)ও বেছে নিয়েছেন।" عمدة القارى ١٧/١٥٨

4. খোদ ইমাম মালেক (রহ.) এর বক্তব্য,

الذي اخذ لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس احدي عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم- ولا ادري من احدث هذا الركوع الكثير

"তারাবীহ'র রাকাআত সংখ্যা যেটা আমি গ্রহণ করেছি সেটা হলো এগারো রাকাআত, যেটার উপর ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লোকেদের একত্রিত করেছিলেন। সেটাই রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সালাত। আর আমি জানি না এর অতিরিক্ত রাকাআতগুলো কে আবিষ্কার করেছে!" كتاب التهجد، ص١٧٦

শাফেয়ী মাযহাব

1. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর নিজস্ব বর্ণনা-(১)

قال الشافعي اخبرنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة

"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমাকে হাদীস বলেছেন ইমাম মালিক (রহ.), তিনি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (রহ.) থেকে, তিনি তাঁর মামা সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে, তিনি বলেন.. ওমর বিন

খাত্তাব (রা.) উবাই বিন কা'ব (রা.) ও তামীম দারী (রা.) উভয়কে লোকেদের নিয়ে এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" معرفة السنن والاثار للبيهقى ٢/٢٢٧

2. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বর্ণনা-(২)

وعن الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق وعنه قال أن اطالوا القيام واقلوا السجود فحسن وأن أكثروا السجود واخفوا القراءة فحسن والأول أحب إلى

"ইমাম জা'ফারানী (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি লোকেদের মদীনায় উনচল্লিশ রাকাআত ও মক্কায় তেইশ রাকাআত পর্যন্ত তারাবীহ'র সালাত আদায় করতে দেখেছি। এগুলোর কোনটাতেই সংকীর্ণতা নেই। তিনি আরো বলেন, যদি কিয়াম বাড়িয়ে দিয়ে রাকাআত সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয় সেটাও সুন্দর, আর যদি রাকাআত সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে কিয়াম সহজ করা হয় সেটাও সুন্দর। তবে আমার পছন্দ প্রথম নিয়মটা।" فتح البارى ٤/٢٥٣

হাম্বলী মাযহাব

1. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এর বক্তব্য,

(وقال أحمد روى في هذا ألوان) أي أنواع من الروايات (لم يقض) أي لم يحكم أحمد (فيه بشيء)

"ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, তারাবীহ'র রাকাআত সম্পর্কে বিভিন্ন রং ছড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ কয়েক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই তিনি কোন সিদ্ধান্ত দেননি। অর্থাৎ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) রাকাআত সংখ্যা কত হবে তা নির্দিষ্ট করেন নি।"
فتح البارى ٤/٢٥٣

2. ইমাম মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াযী (রহ.) এর বক্তব্য,

وفي كتاب قيام الليل لابن نصر المروزي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان فقال قد قيل فيه ألوان نحوا من أربعين إنما هو تطوع

"ইমাম মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াযী (রহ.) কৃত কিয়ামুল লাইল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, ইসহাক ইবনে মানসুর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) কে রমযান মাসে তারাবীহ কত রাকাআত পড়া হবে তা জিজ্ঞেস করেছি। তিনি জবাবে বলেছেন, এ বিষয়ে বিভিন্ন রং ছড়ানো হয়েছে (অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণনা

পাওয়া যায়)। এমনকি চল্লিশ রাকাআত পর্যন্ত পাওয়া যায়। (এতে কোন সমস্যা নেই) কারণ এটা হলো নফল ইবাদত।" تحفة الاحوذی ٤٩٣/٥

3. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন,

خَيَّرُ اَحمَدُ بن حَنبِلٍ بَينَ اِحدیٰ عَشَرَة وَ ثَلٰث عِشرِيْنَ رَكْعَة

"ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এগারো এবং তেইশের মাঝামাঝি পছন্দ করেছেন।" المصفى بشرح الموطا، ص٧٤

হানাফী মাযহাব

1. ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.) লিখেন,

فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله صلى الله عليه وسلم

“এতদোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তারাবীহ’র সালাত বিতর সহ জামাআতে এগারো রাকাআত পড়া সুন্নাত। যা রাসুলুল্লাহ (সা.) পড়েছেন।” فتح القدير ٤٦٨/١

2. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

فإنه صح عنه أنه صلى بهم ثماني ركعات والوتر

“অর্থাৎ সঠিক এই যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ এবং বিতর পড়েছেন।” مرقات المفاتيح ٤/٤٣٥

3. হাফেজ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন,

اب رہا رمضان المبارک میں قیام شب جسے تراویح کہتے ہیں ، تواس کا بیان ان شاء الله روزے کے باب میں آئے گا ،اور تحقیق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز آپ کی عادت شریفه ہی کے مطابق تھی ، اور وہ گیارہ رکعتیں تھیں ، جسے تہجد میں پڑھا کرتے تھے

“এখন রইল পবিত্র রমযানে কিয়ামে শব যেটাকে তারাবীহ বলা হয়, সেটার বয়ান রোযার অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আর তাহকীক এই যে, পবিত্র রমযানে হুজুর আকরাম (সা.) এর নামায তাঁর অভ্যাস অনুযায়ীই ছিল। আর সেটা এগারো রাকাআতই ছিল। যেমনিভাবে (রমযানের বাইরে) তাহাজ্জুদে পড়তেন।” مدارج النبوة بترجمة غلام معين الدين ١/٤٨٠

4. ইমাম হাসান বিন আম্মার বিন আলী শারানবিলালী (রহ.) এর সাক্ষ্য,

"وصلاتها بالجماعة سنة كفاية" لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة إحدى عشر ركعة بالوتر

"তারাবীহ'র সালাত জামাআতে আদায় করা হলো সুন্নাতে কেফায়াহ। কেননা, যেহেতু এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) জামাআতের সহিত বিতর সহ এগারো রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন।" مراقي الفلاح، ص٢٤٢

5. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) লিখেন,

از فعل انحضرت صلعم یازده رکعت ثابت شده در قیام رمضان

"রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কর্ম থেকে প্রমাণিত যে, তারাবীহ'র সালাত এগারো রাকাআত।" المصفى بشرح الموطا، ص١٨٥

6. ইমাম তাহতাভী হানাফী (রহ.) লিখেন,

وقد ثبت ان ذالك كان احدي عشرة ركعة بالوتر

"প্রমাণ হয়ে গেল যে, নিশ্চয় তারাবীহ'র সালাত বিতর সহ এগারো রাকাআত।"

তিনি আরো বলেন,

لأنّ النبي عليه الصلٰوة والسلام لم يصلها عشرين،بل ثماني

"নবী (সা.) তারাবীহ বিশ রাকাআত পড়েন নি; বরং আট রাকাআত পড়েছেন।" حاشية در مختار ١/٢٩٥

7. ইমাম ইবনে নুযাইম (রহ.) লিখেন,

وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنا عشر

"প্রমাণিত হয়েছে যে তারাবীহ'র সালাত বিতর সহ এগারো রাকাআত। যেমনটা আম্মাজান আয়িশা (রা.) এর হাদীস দ্বারা বুখারী মুসলিমে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আমাদের মাযহাবের ইমামগণের মূলনীতি অনুযায়ী আট রাকাআত হবে সুন্নাহ এবং বাকি বারো রাকাআত হবে মুস্তাহাব।" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٤/٣١٣

8. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) লিখেন,

ولا مناص من تسليم أن تراويحه كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان

"এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তারাবীহ ছিল আট রাকাআত। (তারাবীহ সংক্রান্ত) বিভিন্ন

বর্ণনা হতে কোন বর্ণনা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়নি যে রাসুলুল্লাহ (সা.) রমযানে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা পড়েছেন।"

তিনি আরো বলেন,

وأما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصح عنه ثمان ركعات ، وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق

"অবশ্যই নবী (সা.) থেকে সহিহ সনদে আট রাকাআতের কথা এসেছে। আর বিশ রাকাআতের যে হাদীস সেটার সনদ যয়ীফ এবং সেটা যয়ীফ হওয়ার উপর সকল মুহাদ্দিস একমত।" العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٢/٢٩٣

9. হাফেজ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহ.) এর বক্তব্য,

از ان حضرت صلي الله عليه وسلم ادا كردن قيام رمضان كه معروف به تراويح است بدو طريق مرويست يكي مقدار بست ركعت بدون جماعت ... سند ان روايت ضعيف است... دوم مقدار هشت ركعت وسه ركعت وتر باجماعت

"রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আদায়কৃত কিয়ামে রমযান যেটাকে তারাবীহ বলা হয়, সেটা দুই নিয়মে বর্ণিত হয়েছে। একটার রাকাআত সংখ্যা হলো জামাআত ছাড়া বিশ রাকাআত। এই

বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। আর দ্বিতীয়টার রাকাআত সংখ্যা হলো জামাআত সহকারে আট রাকাআত, তিন রাকাআত বিতর সহ।" مجموعة فتاوي، ص٤١٦

তিনি আরো বলেন,

ان جمهور الاصوليين يعرفون السنة بما واظب عليه الرسول فحسب فعلي هذا التعريف يكون السنة هو ذالك القدر المذكور (احدي عشر ركعة مع الوتر) وما زاد يكون مستحبا وعليه مشي ابن الهمام في فتح القدير

"অধিকাংশ উসূলবিদ অবগত আছেন যে, সুন্নাহ বলা হয় কেবল যে কাজটিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুসারে সুন্নাহ হবে ঐ উল্লেখিত সংখ্যাটাই (অর্থাৎ বিতর সহ এগারো রাকাআত)। আর অতিরিক্ত রাকাআতগুলো হবে মুস্তাহাব এবং ইবনুল হুমাম (রহ.) তাঁর ফাতহুল ক্বদীরে এটাই অবলম্বন করেছেন।" مجموعة فتاوي، ص١٤٠

10. মাওলানা আহসান নানুতুবী (রহ.) বলেন,

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها عشرين بل ثمانياً

"নবী (সা.) তারাবীহ বিশ রাকাআত পড়েন নি; বরং আট রাকাআত পড়েছেন।" حاشية كنز الدقائق ١/١٢٢

11. আশরফ আলী থানভী (রহ.) লিখেন,

بیماروں کو تو کہ دیتا ہوں کہ تراویح آٹھ پڑھو، مگر تندرستوں کو نہیں کہتا

"অসুস্থদেরকে বলে দিই তোমরা আট রাকাআত পড়ো। কিন্তু সুস্থদেরকে বলি না।" الکلام الحسن ٧٩/٢

12. আব্দুশ শাকুর ফারুকী লক্ষ্ণৌভী (রহ.) বলেন,

اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ تراویح مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابنِ عباس سے بیس رکعت بھی

"যদিও নবী কারীম (সা.) থেকে আট রাকাআত তারাবীহ মাসনুন, অন্য এক যয়ীফ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (সা.) থেকে বিশ রাকাআতও এসেছে।" علم الفقه، ص١٩٨

13. মুহাম্মদ ইউসূফ বান্নৌরী (রহ.) বলেন,

فلا بد من تسليم أنه صلى الله عليه وسلم صلّى التراويح ايضاً ثماني ركعات

"এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক যে রাসুলুল্লাহ (সা.) তারাবীহ পড়েছেন এবং এটাও মেনে নেওয়া আবশ্যক যে সেটা ছিল আট রাকাআত।" معارف السنن ٥٤٣/٥

14. মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) বলেন,

لاشك في أنّ تحديد التراويح في عشرين ركعة لم يثبت مرفوعا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح على أصول المحدثين

"এ কথাতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী তারাবীহ বিশ রাকাআত নির্ধারিত হওয়া নবী (সা.) থেকে মারফূ সূত্রে সহিহ সনদে প্রমাণিত হয়নি।" أوجز المسالک الی موطا امام مالک ٢/٥٣٤

15. জামাআতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমীর আবুল আলা মওদুদী (রহ.) লিখেন,

"সব রিওয়ায়েত একত্র করার পর সত্যের অধিকতর কাছাকাছি যে জিনিসটি জানা যায়, তা হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রমযান মাসে জামায়াতের সাথে যে নামায আদায় করেছিলেন তা ছিল প্রথম ওয়াক্তে, শেষ ওয়াক্তে নয়। আর তা ছিল আট রাকাত, বিশ রাকাত নয়। যদিও এক রিওয়ায়েতে বিশেরও উল্লেখ আছে কিন্তু সে রিওয়ায়েত আটের তুলনায় দুর্বল।" রসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

জাযাকুমুল্লাহু খায়রান